দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 28 MAY 1997
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৫

৭৮

শিক্ষক নিয়োগ প্রসঙ্গে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের বক্তব্য

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সিনেটে ৩৫ জন শিক্ষক প্রতিনিধি নির্বাচনকে কেন্দ্র করিয়া বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদের প্রেক্ষিতে গতকাল (মঙ্গলবার) বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে বলা হইয়াছে, প্রশাসন ও শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে দলীয়করণের অভিযোগ অসত্য ও ভিত্তিহীন। এই ব্যাপারে বিজ্ঞপ্তিতে বিভ্রান্ত না হওয়ার আহ্বান জানান হয়। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের বক্তব্য হইলঃ (১৬শ পৃঃ দ্রঃ)

শিক্ষক নিয়োগ প্রসঙ্গে

(১ম পৃষ্ঠার পর)

অধ্যাপক ও সহযোগী অধ্যাপক নিয়োগ সংক্রান্ত সিলেকশন বোর্ডে পাঁচজন সদস্য মনোনয়ন দেন চ্যান্সেলর এবং দুইজন সিন্ডিকেট কর্তৃক মনোনীত হন। সিলেকশন বোর্ডে সদস্য মনোনয়নের ক্ষেত্রে যোগ্যতাই প্রাধান্য পাইয়া থাকে, দল বা মত কোন বিবেচ্য বিষয় নয়। বর্তমান ভিসির আমলে মাত্র তিনজনকে এড-হক ভিত্তিতে শিক্ষক হিসাবে নিয়োগদান করা হইয়াছে। তাহার মধ্যে পুষ্টি ও খাদ্য বিজ্ঞান ইনষ্টিটিউটে একজন এবং শিক্ষা ও গবেষণা ইনষ্টিটিউটে অপর একজন। এই দুই জনের নিয়োগ সংক্রান্ত প্রক্রিয়া বর্তমান ভিসির দায়িত্বভার গ্রহণের পূর্বেই শুরু হইয়াছিল। বর্তমান ভিসি উল্লেখিত ইনষ্টিটিউটের সিএন্ডডি কমিটি ও বোর্ড অব গভর্ণরস-এর সুপারিশক্রমেই উক্ত নিয়োগদান করেন।

অন্যদিকে মৃত্তিকা বিজ্ঞান বিভাগে ডঃ হারুন-অর-রশীদ খানকে বিভাগের সিএন্ডডি কমিটি এবং ডীনের সুপারিশক্রমে নিয়োগ দান করা হয়। ঐ শিক্ষক ইতিপূর্বে নির্বাচনী বোর্ড কর্তৃক প্রভাষক পদে সিলেকশন পাইয়াছিলেন, কিন্তু উচ্চতর শিক্ষা গ্রহণের জন্য বিদেশে যাইতে হওয়ায় তিনি তখন বিভাগে যোগদান করিতে পারেন নাই। ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগে একজন লেকচারার নিয়োগ নিয়া কয়েকটি পত্রিকায় যেসব কথা উঠিয়াছে এ সম্বন্ধে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের বক্তব্য হইল এই যে, নিয়োগপ্রাপ্ত উল্লেখিত ব্যক্তির অনার্স ও এমএ পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ, লেকচারার হিসাবে সিলেকশন লাভ ইত্যাদি সবই বর্তমান ভিসির দায়িত্বভার গ্রহণের পূর্বেই সম্পন্ন হয়। কিন্তু তাহার বিরুদ্ধে অভিযোগ কর্তৃপক্ষের দৃষ্টিগোচর হইলে বর্তমান ভিসি কালবিলম্ব না করিয়া তাহার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দেন। ঐ শিক্ষককে বিভাগীয় কর্মকান্ড হইতে বিরত থাকারও নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের বিধি মোতাবেক তাহার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হইতেছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনে দলীয়করণের যে কথা উঠিয়াছে এব্যাপারে কর্তৃপক্ষের বক্তব্য হইতেছে এই যে, বিগত প্রশাসন আমলের শুধু ভিসি ছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যান্য কোন পদেই কোন ধরনের পরিবর্তন হয় নাই এবং পূর্বের কর্মকর্তারাই স্বপদে বহাল আছেন। অতএব, দলীয়করণের এ অভিযোগ সম্পূর্ণ অসত্য ও ভিত্তিহীন তাহা বলার অপেক্ষা রাখে না।